সমকাল

তারিখ ..27 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৭...

মুক্তাগাছায় সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকরা চালাচ্ছেন কোচিং সেন্টার

■ মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

মুক্তাগাছায় সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও প্রধানরা মিলেই পরিচালনা করছেন কোচিং সেন্টার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত হাজির না হলেও কোচিং সেন্টারে তারা হাজির হচ্ছেন ঠিকই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত নিয়ম মানছেন না শিক্ষকরাই। উপজেলা পরিষদের কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণ কমিটি নামে কমিটি থাকলেও তাদের বসিবে কোনো কার্যক্রম নেই।

মুক্তাগাছা সরকারি শহীদ স্মৃতি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ও শিক্ষক নেতা সৈয়দ মাহবুবুল ইসলাম সুমন এবং ওই কলেজের কয়েক শিক্ষক মিলে পরিচালনা করছেন হাইলাইটস নামে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিজ্ঞান কোচিং সেন্টার। একই ভবনের অন্য পাশে পরিচালিত হচ্ছে মানবিক শাখার আরও একটি কোচিং সেন্টার। মুক্তাগাছা মণ্ডার দোকানের সামনে ফ্রেন্ডস কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছেন হাজি কাশেম আলীর ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আ. জব্বার খান। তার সঙ্গে রয়েছেন মুক্তাগাছা কলেজের বাংলার প্রভাষক কামাল হোসেন ও একই কলেজের জুয়েলসহ বিভিন্ন কলেজের একাধিক শিক্ষক। আরকে মডেল হাই স্কুলের গেটের সামনে ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ মাদুদ পরিচালনা করছেন এ ওয়ান নামে কোচিং সেন্টার। লক্ষ্মীখোলার মধ্যহিস্যায় নবারুণ বিদ্যানিকেতনের সহকারী শিক্ষক সঞ্জয় কুমার পালের ছত্রছায়ায় পরিচালিত হচ্ছে নিউক্লিয়াস নামে একটি কোচিং সেন্টার। এ কোচিং সেন্টারে রয়েছে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী। ময়মনসিংহ জেলা সমবায় অফিসের স্টাফ অফিসার গালিব পরিচালনা করছেন চয়নিকা নামে একটি কোচিং সেন্টার। এ ছাড়া স্কলার, অ্যাকটিভ, ইউনিভার্সাল, সাকসেসসহ প্রায় ২০টি কোচিং সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে মুক্তাগাছা শহরে। দুপুর ২টার পর অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফাঁকা থাকে। এ ছাড়া শহরের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্ধেক শিক্ষার্থীও হাজির হয় না বিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে না আসার জন্য কোচিং সেন্টারকে দায়ী করছেন অভিভাবকরা। এদিকে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং সেন্টার বন্ধে আইন করলেও শিক্ষকরাই মানছেন না ওই আইন। ইউএনওকে প্রধান করে উপজেলা কোচিং সেন্টার তদারকি নামে একটি কমিটি গঠিত হলেও তাদের কোনো কার্যক্রম নেই। নামেই শুধু কমিটি।

আ. রাজ্জাক নামে এক অভিভাবক বলেন, কোচিং সেন্টার চালু হওয়ায় তাদের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। এর ফলে লেখাপড়ার জন্য তাদের ডাবল খরচ জোগাতে হচ্ছে।

সরকারি শহীদ স্মৃতি কলেজের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ মাহবুবুল ইসলাম সুমন বলেন, নির্ধারিত কোনো স্থানে ৬০-৭০ জন শিক্ষার্থীকে একত্র করে পড়ালেই ওটাকে কোচিং সেন্টার বলা যাবে না। সরকারের নিয়ম সরকারই মেনে চলুক।

হাজি কাশেম আলী ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আ. জব্বার বলেন, অভিভাবকদের অনুরোধেই তারা কোচিং সেন্টার চালু করেছেন।

ইউএনও মীর নাহিদ আহসান বলেন, কিছুদিন ধরে কোচিং সেন্টার মনিটরিং কমিটির তদারকি না থাকায় এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অচিরেই কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হবে।